Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 381 - 388
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

একবিংশ শতাব্দীতে নারীর ক্ষমতায়নে রাত পুনরুদ্ধারের যৌক্তিকতা

প্রশান্ত মাঝি
গবেষক, দর্শন বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
Email ID : prosantamajhi17@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Feminism, Sex, Gender, Private sphere, Public sphere, Patriarchy, sexism, phallogocentrism, reclaiming the night.

Abstract

Feminism is one of the most discussed and stirring doctrines in the present world. Its objective is to establish equal rights of men and women in every sphere of society. And whoever wants to establish equal rights between men and women in the society by resisting patriarchy and its supporting judiciary in belief and behavior will be considered as a feminist. He can be female or male or third-gendered. Many are hesitant to accept the justification of feminism. Many people think that feminism is an anti-male ideology. Feminism is a terrible thing. Many people say that if humanism is accepted then is there a need to discuss feminism separately? Quite simply, feminism is an ideology. A view of the world from a woman's point of view. And women are not the only ones who can be feminists. A woman or a man or a third-gender anyone can be a feminist. Turning the pages of history shows that women have been oppressed since the earliest times. Various movements have been seen as a protest against this. 'Reclaim the Night' first started in 1977 in Leeds. Because when protests over the murder of a woman erupted across England, the police advised that women should not leave their homes at night. It was against this that the first night reclaim was called. Currently, in the 21st century, a night strike was called to protest the brutal torture and murder of a lady doctor at RG Kar Medical College and Hospital in West Bengal, India. This movement is not only limited to our country but also spread abroad. But the question is how justification it is to call women's night reclaim in the 21st century? And what is the relationship between the incident of rape and murder in a prominent place and calling for women to reclaim the night? For a thorough discussion on this topic, who is a woman? What is feminism? What is the basis of oppression of women in patriarchal society? When and why was the first women's night reclaim called? What is the justification for calling for women's reclaim of the night in the twenty-first century? In this article, an attempt has been made to find answers to various questions.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

আমাদের মানব সমাজের অর্ধেক আকাশ পুরুষ হলে অর্ধেক হল নারী। একটি সমাজের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের উভয়ের ভূমিকা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি নারী ও পুরুষ উভয়েই একে অপরের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও ইতিহাসের পাতা উল্টালে দেখা যায় সেই প্রাচীন কাল থেকে শ্রমিক-শ্রেণি ও নারী অবহেলিত ও অবদমিত হয়ে আসছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে পুরুষতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে আবদ্ধ রেখে তার সামনে কোড অভ কন্ডাক্টের বিধিনিষেধ ঝুলিয়ে দিয়ে যেমন নারীত্বনির্মাণ করে তেমনি সে কি করবে, কি পড়বে, কি দেখবে, কীভাবে বসবে, সে দিনে বাইরে বের হবে নাকি রাতে - এই সবকিছু নির্ধারণ করে নারীর ন্যূনতম মৌলিক অধিকারটুকুও সুনিপুণ কৌশলে ছিনিয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, অনেক সময় ব্যক্তিগত পরিসরে বা জনপরিসরে নারী নিপীড়িত হলে নারীকেই অপরাধীর চোখে দেখা হয়। সাম্প্রতিক আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটালে লেডি ডাক্তারের পাশবিক নির্যাতন ও হত্যা ঘটনাতে অনেক বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠে শোনা যাচ্ছিল 'অত রাতে সেমিনার হলে একা বিশ্রাম নেওয়ার কি দরকার ছিল'। এই ধরণের উক্তির প্রতিবাদ হিসেবেই একবিংশ শতাব্দীতে দেখা যায় নারীর রাত দখলের ডাক। এই প্রবন্ধে নারীকে, নারী নিপীড়নের ভিত্তি কি, জনপরিসরে নারী নিপীড়নের বিবিধ রূপ কি কি, নারীর রাত পুনরুদ্ধারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এবং একবিংশ শতাব্দীতে নারীর রাত পুনরুদ্ধারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করার প্রয়াস করা হয়েছে।

নারী কে? : বর্তমান সময়ে বেশ চর্চিত ও মতবিরোধ সমন্বিত একটি মতাদর্শ হল নারীবাদ। সময় সাপেক্ষে বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে এর কেন্দ্রীয় বিষয় পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই নারীবাদ হল বহুমাত্রিক চিন্তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা একটি মতবাদ। এই বহুমাত্রিক চিন্তার জন্য নারীবাদের একটি সুসংহত ও ঐকিক সংজ্ঞা দেওয়া খুব কঠিন কাজ। তবে খুব সাধারণভাবে বলা যায় যে, নারীবাদ হল এমন একটি মতাদর্শ (ideology), যা পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমূল প্রশ্ন তোলে এবং পুরুষতন্ত্রের ধ্বংস-সাধনে ধারণাগত প্রকরণ, তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুসন্ধান করে তার ভিত্তিতে একটি লিঙ্গ-বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের কথা বলে। উল্লেখ্য যে, 'নারীবাদ' অভিধাটির অর্থ ও তার পরিসর সম্পর্কে এখনো বিভ্রান্তির শেষ নেই। এমনকি নারীবাদের যৌক্তিকতা স্বীকারের ক্ষেত্রে আজও অনেকে দ্বিধান্বিত। অনেক উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তির মধ্যেও এই দ্বিধা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তাই মনে রাখতে হবে যে, নারীরাই কেবল সবসময় নারীবাদী হবে, আর পুরুষ কখনো নারীবাদী হতেই পারে না বা পুরুষ মাত্রই নারী-বিদ্বেষী-এ ভাবনা সত্য নয়। যে কোনো ব্যক্তি, তিনি নারী বা পুরুষ বা তৃতীয় লিঙ্গের কোনো ব্যক্তি, যিনি বিশ্বাসে ও আচরণে নারীপুরুষের সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমান অধিকার স্বীকার করেন এবং লিঙ্গ-বৈষম্যের বিরোধিতা করেন তিনি-ই নারীবাদী হিসেবে গণ্য হবেন। আসলে নারীবাদ হল একটি মতাদর্শ, নারীর চোখ দিয়ে জগত ও জীবনকে দেখার একটি দৃষ্টিভঙ্গি, যা পুরুষকেন্দ্রিকতার বিপরীত। কেননা পুরুষকেন্দ্রিকতা অনুসারে পুরুষের বিচারে প্রাপ্ত জগতই হল যথার্থ মানব জগত, যেখানে নারীর অভিজ্ঞতা, নারীর দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয়। সাবেকি জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখায় পুরুষকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নারীকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে তার ওপর চোখ রাখলেই নারী অবদমনের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে মিস সেনগুপ্ত বলেছেন—

> "ধর্ম বলে : নারী থেকেই পাপের জন্ম, ধর্মাচরণে সে, পুরুষের সহকারিণী মাত্র।
> আইন বলে : মা তার সন্তানের অভিভাবক নয়, ধাত্রী মাত্র। সন্তান পিতার।
> শিল্প বলে : নারী সুন্দরী, যৌন উত্তেজনা সঞ্চারিণী, প্রেরণাদাত্রী। শিল্প সৃষ্টি তার কাজ নয়।
> বিজ্ঞাপন বলে : নারী মা, নারী গৃহিণী, নারী এক অতিসুন্দরী অলীক মানবী।
> সাহিত্য বলে : নারী প্রেরণা, নারী উর্বশী অর্থাৎ যৌনতার প্রতীক, নারী গৃহলক্ষ্মী। যে নারী সাহিত্য সৃষ্টি করে সে পুরুষের জগতে অনুপ্রবেশকারী 'মহিলা কবি' জাতীয়।
> দর্শন বলে : মাতৃত্ব আর স্বামীসেবাই নারীর আসল দ্বায়িত্ব যা তাকে মহীয়সী করে।
> সমাজ বলে : নারী শ্রীমতী অমুক-পুরুষ বা মিসেস তমুক-পুরুষ, তার নিজস্ব কোন পরিচিতি নেই। নারী অনাম্নী, অনুগত, অন্তঃপুরচারিণী।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থনীতি বলে : সাবধান, এখানে নয়, কাজের জগতটা পুরুষের। পুরুষ ভর্তা, নারীর ভরণপোষণের দায় তার। নারী নির্ভরশীল।”[১]

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, পুরুষতন্ত্রের লক্ষণরেখা নারীর চারপাশে গণ্ডী কেটে দিয়ে নারীকে উপার্জন-উৎপাদনের পরিসর থেকে নির্বাসিত করে কেবল যৌনতা-মাতৃত্ব-গৃহিণীপনায় সাফল্যের ওপর নারীত্বের সংজ্ঞা গড়ে তোলা হয়েছে, যেখানে লিঙ্গ-বৈষম্যের ছাপ স্পষ্ট।

নারী ও পুরুষের মধ্যে এই লিঙ্গ-বৈষম্যের স্বরূপটিকে যথাযথভাবে বোঝার জন্য দুটি ধারণা বিষয়ে অবগত হওয়া প্রয়োজন, তা হল- ক. ব্যক্তি-পরিসর (Private sphere) ও গণ পরিসর (Public sphere)-এর মধ্যে পার্থক্য এবং খ. যৌন-পরিচয় (Sex) ও লিঙ্গ-পরিচয় (Gender) - এর মধ্যে পার্থক্য।

ক. ব্যক্তি-পরিসর (Private sphere) ও গণ-পরিসর (Public sphere)-এর মধ্যে পার্থক্য :

ব্যক্তি-পরিসর ও গণ পরিসরের উল্লেখ পাওয়া যায় গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের লেখায় (Politicsএ)। অ্যারিস্টটলের মতানুসারে গণ-পরিসর বলতে বোঝায় রাষ্ট্রীয় ও পৌরক্ষেত্রের কর্মক্ষেত্রকে এবং ব্যক্তি-পরিসর বলতে বোঝায় শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় ও পারিবারিক ক্ষেত্রকে। ব্যক্তি-পরিসরে দেখা যায় আবেগের প্রাধান্য, অপরদিকে গণ-পরিসরে পরিলক্ষিত হয় যুক্তির প্রাধান্য। পরিবারের চৌহদ্দি মধ্যে থেকে ব্যক্তি-পরিসরে রান্নাবান্না, ঘরবাড়ি, পোশাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, শিশু, বৃদ্ধ ও অসুস্থদের সেবা-যত্ন প্রভৃতি পুনঃরুৎপাদনমূলক কর্ম একান্ত নারীর কাজ। এখনো পর্যন্ত পৃথিবীর বেশিরভাগ নারী তার জীবনের বেশিরভাগ সময় এই পরিসরেই অতিবাহিত করে থাকেন। তাই মনুও শাস্ত্রে নারীকে গৃহক্ষেত্রের রাণী বলে অভিহিত করেছেন। অপরদিকে পরিবারের বাইরে বিস্তৃত উৎপাদনমূলক অর্থনৈতিক বাজার হল পুরুষের একান্ত ক্ষেত্র। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে গড়ে তোলা এই বিভাজনের দিকে প্রশ্ন তুলেছেন। কারণ তাঁদের মতে, এই বিভাজনের প্রয়াস যুক্তিবর্জিত।

খ. যৌন-পরিচয় (Sex) ও লিঙ্গ-পরিচয় (Gender)-এর মধ্যে পার্থক্য :

জীবতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য তথা ক্রোমোজমের টাইপ (XX বা XY), জননাঙ্গ, প্রজননগত ভূমিকা এবং এর সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু শারীরিক বৈশিষ্ট্য ও আচরণের মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয় কে নারী, আর কে-ই বা পুরুষ। নারী-পুরুষের এই পরিচয়কেই বলা যৌন-পরিচয় (Sex)। অপরদিকে, নারী ও পুরুষের সমাজ নির্দেশিত স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন এবং তাদের প্রতি সমাজে যে ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা ও প্রত্যাশা - এই সবকিছুর ভিত্তিতে আমাদের যে পরিচয় গড়ে ওঠে তাকে বলা হয় লিঙ্গ-পরিচয় (Gender)। বলা-বাহুল্য, এই লিঙ্গ-পরিচয় হল সমাজ নির্মিত। আঁতুড় ঘর থেকে চিতা পর্যন্ত এই নির্মাণ চলছে যুগ যুগ ধরে। তাই সিমোন দ্য বোভোয়া বলেছেন—

“One is not born, but becomes a woman”.[২]

এই লিঙ্গ-পরিচয় যেহেতু সমাজ নির্মিত, তাই এর বিনির্মান সম্ভব। সেজন্য নারীবাদী তাত্ত্বিকরা লিঙ্গ-পরিচয়ের-ই বিনির্মানের কথা বলেন এবং সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের মধ্যে লিঙ্গ-পরিচয়ে সমতা দাবী করে। কারণ এই লিঙ্গ-পরিচয়ে বৈষম্য হেতুই ব্যক্তি-পরিসর ও গণ-পরিসরে নারী পুরুষ কর্তৃক নানাবিধ নির্যাতনের শিকার হয়। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এতো আন্দোলন, আইন প্রণয়ন, সচেতনতা সত্ত্বেও কেন অহরহ উত্যক্তকরণ, ধর্ষণের মতো নানাবিধ নারী নির্যাতনের ঘটনা কেন ঘটে চলেছে? এর কারণ উন্মোচন করতে নারী নিপীড়নের ভিত্তি অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।

নারী নিপীড়নের ভিত্তি : নারীবাদী তাত্ত্বিকদের মতে, নারী নিপীড়নের কারণ নিহিত আছে লিঙ্গ-বৈষম্যের মধ্যে। কারণ এই লিঙ্গ-বৈষম্যের জন্যই নারী নিপীড়নের বিভিন্ন ধরনকে মোট তিনটি স্তরে বিভক্ত করলে এই কারণ স্পষ্ট হয়। যেখানে একটি স্তর অপর স্তরকে সমর্থন জানায়। পুরুষতন্ত্রের এই সমর্থনের জন্য নারীর উপর হয়রানি, অত্যাচার, নিপীড়ন করেও শেষমেষ পুরুষরা ছাড়া পেয়ে যায়। এই তিনটি স্তর হল- ক. যৌন-নিপীড়ন (Sexism), খ. পিতৃতন্ত্র (Patriarchy), গ. পুরুষকেন্দ্রিকতাবাদ (Phallogocentrism)।

ক. যৌন-নিপীড়ন (sexism) : দৈনন্দিন জীবনে নারীর প্রতি পুরুষের যে দৈহিক ও মানসিক নির্যাতন, ধর্ষণ, প্রতারণা, বধূহত্যা ইত্যাদি যাবতীয় অত্যাচার-নিপীড়ন, যেগুলি কমবেশি বাইরে থেকে পর্যবেক্ষণযোগ্য সেগুলি হল প্রথম স্তরের নারী-বিদ্বেষ, যাকে যৌন-নিপীড়ন (sexism) বলে অভিহিত করা হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কেবল নারীকে অপদস্ত-ই করে না, সাথে নারীকে বিপর্যস্ত ও তার উপর প্রভুত্ব কায়েম করার চেষ্টা করে থাকে। আর পিছনে যার সমর্থন থাকে তা হল পুরুষতন্ত্র।

খ. পিতৃতন্ত্র (Patriarchy) : নারী-বিদ্বেষের (Misogyny) দ্বিতীয় স্তর হল পিতৃতন্ত্র। পিতৃতন্ত্র বলতে বোঝায় এমন একটি তন্ত্র বা সমাজ ব্যবস্থা, যে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবারের কর্তা বা প্রধান হল পুরুষ। পিতৃতন্ত্র অনুসারে পিতার দিক থেকেই বংশ নির্ধারিত হয় এবং পুরুষের তৈরি আইন, নিয়ম-কানুনগুলিকেই যথার্থ হিসেবে গণ্য করা হয়। পিতৃতন্ত্রে নারী থাকে পুরুষের অধীন, ক্ষমতাহীন, অবলা, নিষ্ক্রিয়, প্রাণহীন ব্যবহারযোগ্য সামগ্রী হিসেবে। উল্লেখ্য যে, পিতৃতন্ত্র বলতে কেবল নারীর ওপর পিতার আধিপত্যকে বোঝায় তা কিন্তু নয়। বরং পিতৃতন্ত্র বলতে পরিবারের সব সদস্যের ওপর পিতা তথা পুরুষের আধিপত্যকে নির্দেশ করে থাকে।

উল্লেখ্য যে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সুবিধা প্রধানত পুরুষ ভোগ করলেও পিতৃতন্ত্র মানে শুধু পুরুষদের দ্বারা নারী শোষিত ও নির্যাতিত হয় তেমনটা নয়। অনেক সময় নারীর দ্বারাও একজন নারী শোষিত ও নির্যাতিত হয়। যেহেতু এই পিতৃতান্ত্রিক সমাজে অধিকাংশ নারী মনে করে যে একজন ভালো নারীর লক্ষণ যেমন পুরুষের অধীনে থাকা তেমনি পুরুষের আধিপত্য মেনে চলা। সেজন্য দুইজন নারীর পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও পিতৃতন্ত্রের প্রভাব দেখা যায়।

তবে উল্লেখ্য যে, মানুষ যখন যাযাবর তখন মানুষের জীবন ছিল উন্মুক্ত। সেই সময় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক। সেই পরিবারে নারী-পুরুষের সম্পর্কে যেমন কোনো বৈষম্য ছিল না তেমনি নারীরা পুরুষের অধীনস্থও ছিল না। মাতৃতান্ত্রিক সমাজে পারিবারিক বিষয়ে নারীদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত ছিল। এমনকি ঐ মাতৃতান্ত্রিক সমাজে বংশগতিও মায়ের দিক থেকে নির্ধারিত হত যাকে এঙ্গেলস 'mother right' বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু অচিরেই পুরুষ যখন সম্পত্তির মালিক হয় তখন থেকেই নারী-পুরুষের মধ্যে যে সাম্যাবস্থা তার পরিবর্তন হতে থাকে। সম্পত্তির মালিক হওয়ার পর পুরুষ ক্ষমতার অধিকারী হতে থাকে এবং পরিবারে নারীদের তুলনায় পুরুষের প্রাধান্য বাড়তে থাকে। ফলে পুরুষ ক্ষমতায় বলীয়ান হয়ে মাতৃতান্ত্রিক সমাজের উত্তরাধিকারের নিয়ম বদলানোর উদ্যোগ নেয়। পরিবারে তার কর্তৃত্ব বজায় রাখার জন্য এবং পিতৃপরিচয় সুনির্দিষ্ট করার জন্য 'যুগল পরিবারের' পরিবর্তে প্রত্যেক নারীর একটি মাত্র বিবাহ নিশ্চিত করতে চাইল। ফলে মায়ের পরিবর্তে পিতার দিক থেকে বংশগতি নির্ধারিত হতে থাকে এবং বিনা রক্তপাতে নীরবেই অভ্যুত্থান ঘটে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের। এঙ্গেলস মাতৃ-অধিকারের এই উচ্ছেদকে 'স্ত্রীজাতির এক বিশ্ব ঐতিহাসিক পরাজয়' বলে উল্লেখ করেছেন। এরপর থেকে ক্রমেই নারী পুরুষের 'সম্পত্তি'তে পরিগণিত হল এবং নারীকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দি রাখার চেষ্টা করা হল। ক্রমেই নারী পিতৃতান্ত্রিক সমাজে ধীরে ধীরে পুরুষের চেয়ে নিম্নশ্রেণীর মনুষ্য প্রজাতিতে পরিণত হতে লাগল।

উল্লেখ্য যে, এই পিতৃতন্ত্রও কিন্তু নিরালম্ব নয়। পিতৃতন্ত্রের পিছনে থাকে ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান এবং দর্শনের সমর্থন, যাকে বলা হয় পুরুষপ্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ।

গ. পুরুষ প্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ (Phallogocentrism) : পুরুষ প্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ (Phallocentrism) হল নারী নিপীড়নের তৃতীয় স্তর। 'পুরুষ প্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ' এর অর্থ হল পুরুষের মনোভাব কেন্দ্রিক হওয়া। অর্থাৎ পুরুষকে কেন্দ্রে রেখে চিন্তা-ভাবনার পরিসর (conceptual space) গঠন করা। কাজেই পুরুষ প্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ হল নারী-বিদ্বেষের এমন এক ধারণাগত কাঠামো যার কেন্দ্রে থাকে পুরুষ। পুরুষ প্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ যেহেতু নারী-বিদ্বেষের ধারণাগত কাঠামো তাই এই স্তরে নারী বিদ্বেষ প্রচ্ছন্নভাবে কাজ করে। তাই শেফালি মৈত্র বলেছেন—

> "If sexism is discrimination at the level of speech and action, and patriarchy is structural oppression then phallocentrism is a form of conceptual male domination."[৩]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

অর্থাৎ যৌন-বিদ্বেষবাদ যদি বাক (Speech) ও ক্রিয়ার (Action) স্তরের নারী-বিদ্বেষ হয় এবং পুরুষতন্ত্র কাঠামোগত নিপীড়ন (Structural oppression) হয় তাহলে পুরুষপ্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ হল পুরুষের নারী নিপীড়নের ধারণাগত আকার। পুরুষপ্রভূত্বজ্ঞাপক মতাদর্শ চিন্তা-ভাবনার স্তরে পুরুষ প্রাধান্যকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

নারী নিপীড়নের উক্ত তিনটি স্তরের পারস্পরিক সমর্থনের দৌলতেই ব্যক্তি-পরিসর ও গণ-পরিসরে নারীর উপর যাবতীয় হয়রানি, অত্যাচার এবং নিপীড়নের মতো ঘটনা ঘটে এবং এদের পারস্পরিক সমর্থনের দৌলতেই নারীর উপর যাবতীয় হয়রানি, অত্যাচার এবং নিপীড়নের মতো ঘটনা ঘটিয়ে শেষমেষ ছাড়া পেয়েও যায়।

নারীবাদী আন্দোলনের উদ্ভব : নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীবাদী আন্দোলন একদিনে শুরু হয়নি। এই আন্দোলন ধাপে ধাপে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে এগিয়ে বর্তমানরূপ ধারণ করেছে। নারীবাদী আন্দোলনের এই পর্যায় বা ধাপগুলিকে 'নারীবাদের তরঙ্গ' (wave of feminism) বলা হয়।

পশ্চিমি নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় নারীবাদী আন্দোলন আজ পর্যন্ত চারটি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করেছে। যথা— নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First Wave of Feminism), নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ (Second Wave of Feminism), নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ (Third Wave of Feminism) ও নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ (Fourth Wave of Feminism)।

ক. নারীবাদের প্রথম তরঙ্গ (First Wave of Feminism) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যতে উনবিংশ শতাব্দীতে মূলত নারীর ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে নারীবাদী আন্দোলন শুরু হলেও 1848 সালের সেনেকা ফলস কনভেনশন থেকে নারী আন্দোলন যথার্থ আকার ও দিশা লাভ করে। শুরুতে এই আন্দোলনের লক্ষ্য সমান সম্পত্তির অধিকার এবং স্ত্রীর উপর স্বামীর মালিকানার বিলুপ্ত সাধন হলেও 19 শতকের শেষের দিকে এই আন্দোলনের লক্ষ্য নারীর ভোটাধিকারের দাবিতে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২০ সালে ভোটাধিকার অর্জনের পর সংঘবদ্ধ নারী আন্দোলনের প্রথম তরঙ্গ বিভিন্ন দিকে বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। ফলস্বরূপ সামগ্রিকভাবে আন্দোলনটি দুর্বল হতে শুরু করে। তাই ১৯৬০ সালে দ্বিতীয় তরঙ্গ শুরু না হওয়া পর্যন্ত প্রথম তরঙ্গটিকে সেভাবে আর পরিলক্ষিত হয় না।

খ. নারীবাদের দ্বিতীয় তরঙ্গ (Second Wave of Feminism) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গের সূচনা হয় ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে ১৯৬৩ সালে বেটি ফ্রায়ডানের 'Feminist Mystique' গ্রন্থটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে, যা স্থায়িত্ব হয়েছিল ১৯৯০-এর দশক পর্যন্ত। এই তরঙ্গের আন্দোলনে মূল দাবি ছিলো নারীর বেতন সমতা, যৌনতার অধিকার, প্রজনন অধিকার, বৈবাহিক ধর্ষণ এবং পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে কথা বলা। এছাড়াও এই পর্যায়ে লিঙ্গ বৈষম্যের পাশাপাশি নারীর প্রতি জাতিগত ও বর্ণগত যে বৈষম্য ও বিভাজন ছিল তার বিরুদ্ধে আন্দোলন করা হয়। নারীবাদ আন্দোলনের প্রথম ঢেউয়ে যেমন অনেক দাবিই আইন প্রণয়ন এবং আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে হয়েছিল, দ্বিতীয় তরঙ্গের বেলাতেও অনেকটাই তাই। যথা- ১৯৬৩ সালে সমমজুরীর আইন(Equal Pay Act), ১৯৬৪ সালে পৌর অধিকারের আইন(Civil Rights Act), ১৯৬৭ সালে নারীদের ইতিবাচক প্রক্রিয়ার আওতায় আনা হয় (Affirmative Action) ইত্যাদি। এই ভাবে আন্দোলনের অধিকাংশ দাবি-ই আইন প্রণয়নের মাধ্যমে প্রাপ্ত হওয়ায় এই তরঙ্গের আন্দোলনের তীব্রতাও কমতে থাকে এবং ১৯৮০ সালের গোড়ার দিক থেকেই নারীবাদের এই দ্বিতীয় তরঙ্গও ক্ষীণ হয়ে পড়ে।

গ. নারীবাদের তৃতীয় তরঙ্গ (Third Wave of Feminism) : মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নারী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গের সূত্রপাত হয় নারী আন্দোলনের দ্বিতীয় তরঙ্গেরই সংশোধিতরূপ হিসেবে ১৯৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে। এই প্রসঙ্গে বলা হয়-

> "Third-wave feminism was born in the early 1990s..."[8]

নারী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীরা বর্ণগত বৈষম্য, লিঙ্গ বৈষম্য, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি, বৈবাহিক ধর্ষণ, যৌনতা, সাংস্কৃতিক অংশগ্রহণ ইত্যাদি নিয়ে প্রশ্ন করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে নারীকে নতুন রূপে দেখা শুরু হয় এ সময়ে। এ

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

সময়ের নারীবাদীরা পুরোনো অনেক স্টেরিওটাইপ নারীবাদী তত্ত্বকেও প্রত্যাখ্যান করেন। উল্লেখ্য যে, এই পর্যায়ে নতুন নারীবাদীরা নারী আন্দোলন আরও উন্নত ও প্রসারিত করতে ইন্টারনেট এবং অন্যান্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার করেন।

উল্লেখ্য যে, নারী আন্দোলনের অন্যান্য তরঙ্গের ন্যায় নারী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গেরও অনেক দাবি আইন প্রণয়নের মাধ্যমেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে নারী আন্দোলনের এই তরঙ্গটিও সমালোচনার উর্দ্ধে নয়। সমসাময়িক অনেক নারীবাদীই এই অভিমত পোষণ করেন যে নারী আন্দোলনের তৃতীয় তরঙ্গের নারীবাদীদের দ্বারা গৃহীত পদক্ষেপগুলির মধ্যে একটি দৃঢ় রাজনৈতিক এজেন্ডার অভাব রয়েছে। সমসাময়িক নারীবাদীদের উক্ত সমালোচনার প্রেক্ষিতে উপলব্ধ হয় যে, নারী আন্দোলনের চতুর্থ তরঙ্গ অন্বেষণ শুরু করা হয়।

ঘ. নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গ (Fourth Wave of Feminism) : নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে ২০১২ সালে, ধরে নিতে পারি যা এখনো চলমান। সে কারণে এটাকে একদম টু দ্য পয়েন্ট সংজ্ঞায়িত করা একটু কঠিন। তবে এক কথায় বলতে গেলে নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গের মূল হল নারীর ক্ষমতায়ন। এ পর্যায়ে রয়েছে নানামুখী আন্দোলন। যেমন- 'মি টু' আন্দোলন। এই পর্যায়ে আগের প্রচলিত ধরা-বাঁধা নিয়ম নীতি ভেঙে আবার নতুন নিয়মের কথা বলা হচ্ছে। যেকোনো অপমান, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে নারীকে নিজের কথা নিজেকে প্রতিবাদের সুরে বলতে আহ্বান জানানো হচ্ছে এই পর্যায়ে। পুরুষের আধিপত্য ভেঙে লিঙ্গ বৈষম্যহীন সমাজ তৈরির যে স্বপ্ন নারীবাদীরা দেখেছিল, চতুর্থ তরঙ্গে সে স্বপ্নই নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ পেয়েছে। এই তরঙ্গের একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল অনলাইনে নারীবাদী আন্দোলনকে ছড়িয়ে দেওয়া, নারীবাদীদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনের পাশাপাশি পারস্পরিক সমর্থন, সহমর্মিতা ও সহযোগিতার সম্পর্কও স্থাপন করা। বিশেষত জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বডিশেমিং থেকে শুরু করে যে কোনো অন্যায়ের প্রতিবাদের উপর জোর দেওয়া নারীবাদের চতুর্থ তরঙ্গে পরিলক্ষিত হচ্ছে।

এছাড়া বিভিন্ন ধরনের স্টেরিওটাইপ বিহেভিয়ার থেকেও মেয়েরা এখন বেরিয়ে আসছে। একটা সময়ে নিজের মানসিক অনুভূতির কথা মেয়েরা প্রকাশ করতো না। ভালোবাসার প্রস্তাব যেন ছেলেদের কাছ থেকেই আসতে হবে, মেয়েরা শুধুমাত্র সাড়া দেয়ার জন্য ছিল। কিন্তু এখন এই ধারণা থেকে মেয়েরা বেরিয়ে আসছে। নিজেদের অনুভূতি প্রকাশ করছে। এরকম আরো বিভিন্ন স্টেরিওটাইপ ভেঙে ফেলা হচ্ছে। এছাড়া অনলাইনে বিভিন্ন রকম হয়রানির বিরুদ্ধেও মেয়েরা মুখ খুলছে। মোটকথা, চতুর্থ তরঙ্গের নারীবাদী আন্দোলনে নারী নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করছে। ভারতে নারীবাদী আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় ভারতে নারীবাদী আন্দোলন আজ পর্যন্ত তিনটি পর্যায় বা ধাপ অতিক্রম করেছে। যথা –

প্রথম পর্যায় : 19 শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয়েছিল, যখন ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা অনেক সামাজিক মন্দ ও অসাম্যের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করেছিল। ভারতে নারীবাদের এই প্রথম পর্যায়টি রামমোহন এবং বিদ্যাসাগরের মতো পুরুষদের দ্বারা শুরু হয়েছিল, সতীদাহ প্রথার মতো সামাজিক কুফলকে উপড়ে ফেলার জন্য, বিধবা পুনর্বিবাহের অনুমতি দেওয়া, বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ করা এবং নিরক্ষরতা হ্রাস করার পাশাপাশি সম্মতির বয়স নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এবং আইনি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সম্পত্তির অধিকার নিশ্চিত করার জন্য।

দ্বিতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ের স্থায়িত্ব 1915 থেকে ভারতের স্বাধীনতা পর্যন্ত, যখন গান্ধীজি ভারত ছাড়ো আন্দোলনে নারী আন্দোলনকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং স্বাধীন নারী সংগঠনগুলি আবির্ভূত হতে শুরু করেছিল। এই সময়ে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম তীব্র হয়। ভারতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবনের হাতিয়ার হয়ে ওঠে যার ফলে ভিক্টোরিয়ানদের মতো ভারতীয় নারীত্বের একটি অপরিহার্য মডেল তৈরি হয়, যা বিশেষ অথচ সর্বজনীন স্থান থেকে আলাদা। গান্ধী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অহিংস আইন অমান্য আন্দোলনে সূচনা করার মাধ্যমে ভারতীয় মহিলাদের জনসাধারণের কার্যকলাপকে বৈধতা ও প্রসারিত করেছিলেন। তিনি তাদের যত্ন, ত্যাগ এবং সহনশীলতার নারীসুলভ ভূমিকাকে উন্নীত করেছেন।

তৃতীয় পর্যায় : এই পর্যায়ের সময়কাল হল স্বাধীনতার পরবর্তীকাল। এই পর্যায়ে বিবাহের পরে গৃহে, কর্মক্ষেত্রে এবং রাজনৈতিক সমতার অধিকারে নারীদের ন্যায্য আচরণের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে। স্বাধীনতার আগে বেশির ভাগ নারীবাদীরা শ্রমশক্তিতে লিঙ্গ বিভাজনের শিকার হতো। কিন্তু ১৯৭০ খ্রিস্টাব্দের দশকে নারীবাদীরা অতীতে তৈরি হওয়া অসাম্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিল এবং সংরক্ষণের জন্যে লড়াই করেছিল। বর্তমান একুশ শতকের শুরুতে ভারতীয় নারীবাদী আন্দোলন একটা উচ্চতায় পৌঁছেছে যেখানে নারীদের সমাজে এক প্রয়োজনীয় সদস্য হিসেবে দেখা হয় এবং তাদের তুলনা করার অধিকার, ব্যক্তিগত জীবনে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা এবং তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারও থাকে।

নারীর রাত পুনরুদ্ধারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : নারীর রাত পুনরুদ্ধারের আন্দোলন প্রথম 12ই নভেম্বর 1977 সালে যুক্তরাজ্যে শুরু হয়েছিল সারা ইংল্যান্ড জুড়ে। পিটার সাটক্লিফের দ্বারা 13 জন মহিলার হত্যার প্রতিক্রিয়ায় সারা ইংল্যান্ড জুড়ে লিডস, ইয়র্ক, ব্রিস্টল, ম্যানচেস্টার, নিউক্যাসল, ব্রাইটন এবং লন্ডনে নারীর রাত পুনরুদ্ধারের আন্দোলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। লিডস বিপ্লবী নারীবাদী গোষ্ঠী 1977 সালের 12ই নভেম্বর রাতে যুক্তরাজ্যের শহরগুলিতে মহিলাদেরকে ধর্ষণের বিরুদ্ধে এবং একজন মহিলার রাতে নির্ভয়ে চলার অধিকারের জন্য মিছিল করার আহ্বান জানিয়েছিল, তারা জাতীয় নিউজলেটারগুলিতে এটির বিজ্ঞাপন দেয় এবং এটি মহিলাদের গ্রুপগুলিতে প্রচার করে। শত শত মহিলা সেই রাতে তাদের শহর ফিরিয়ে নিয়েছিল, কেন্দ্র এবং পিছনের রাস্তায় একইভাবে জ্বলন্ত মশাল নিয়ে মিছিল করে। ইউকে উইমেনস লিবারেশন মুভমেন্ট ম্যাগাজিন স্পেয়ার রিব-এ এগুলি পর্যালোচনা করা হয় 'জার্মানি: উইমেন রিক্লেইম দ্য নাইট' (সংখ্যা 61) শিরোনামে এবং আমেরিকায় মার্চগুলি 'টেক ব্যাক দ্য নাইট' নামে পরিচিত। আবার ফ্রান্সিসকোতে প্রথম আনুষ্ঠানিক মার্চ 1978 সালে সান অনুষ্ঠিত হয়েছিল। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর.জি.কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটালে লেডি ডাক্তারের পাশবিক নির্যাতন ও হত্যা ঘটনার প্রতিবাদে ২০২৪ সালে ১৪ অগস্ট রাত দখলের ডাক দেওয়া হয়।

একবিংশ শতাব্দীতে নারীর রাত পুনরুদ্ধারের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ : 'রিক্লেম দ্য নাইট' শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালে লিডসে, নারী স্বাধীনতা আন্দোলনের অংশ হিসাবে। এক নারীকে খুনের প্রতিবাদে যখন ইংল্যান্ড জুড়ে উত্তেজনা ছড়িয়েছিল, তখন পুলিশ পরামর্শ দিয়েছিল, নারীদের রাতে বাড়ি থেকে না বেরনোই শ্রেয়। এর প্রতিবাদেই প্রথম রাত দখলের ডাক দেওয়া হয়। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত ইংল্যান্ড জুড়ে এই আন্দোলন চলেছিল। বর্তমানে একবিংশ শতাব্দীতে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আর জি কর মেডিক্যাল কলেজ অ্যাণ্ড হসপিটালে লেডি ডাক্তারের পাশবিক নির্যাতন ও হত্যা ঘটনায় প্রথম দিকে অনেকে এই মত পোষণ করেন যে, 'অত রাতে সেমিনার হলে একা বিশ্রাম নেওয়ার কি দরকার ছিল'। এই অভিমত পোষণের মধ্যে একবিংশ শতাব্দীতে পুরুষতন্ত্রের যে অহমিকা প্রকাশ পেয়েছে তারই প্রতিবাদ ছিল ১৪ অগস্ট রাত দখলের ডাক।

আমাদের মানব সমাজের অর্ধেক আকাশ পুরুষ এবং অর্ধেক যদি নারী হয়, একটি সমাজের সার্বিক বিকাশের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের উভয়ের ভূমিকা যদি সমান গুরুত্বপূর্ণ হয় এবং সর্বোপরি নারী ও পুরুষ উভয়েই যদি একে অপরের ওপর নির্ভরশীল হয় তাহলে পুরুষের রাতে বেরনোর অধিকার থাকলে নারীর রাতে বেরনোর সমান অধিকার আছে। পুরুষের গণ-পরিসরে রাতে কাজ করার অধিকার থাকলে নারীরও রাতে গণ-পরিসরে কাজ করার সমান অধিকার আছে। তিলোত্তমার নির্যাতন ও হত্যা ঘটনার সাথে একবিংশ শতাব্দীতে রাত দখলের সম্পর্ক এখানেই। তাছাড়া ভারতীয় সংবিধান রচনার সূচনা পর্বেই (২০০১-এর পলিসির মুখবন্ধে) লিঙ্গ সাম্যের উল্লেখ আছে। তাই পরিশেষে বলা যায়, একবিংশ শতাব্দীতে নারীর রাত পুনরুদ্ধারের ডাক নারীর সমান অধিকার আন্দোলনেরই এক বিশেষরূপ ছাড়া কিছু নয়।

Reference:

১. সেনগুপ্ত, মল্লিকা. স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪, পৃ. ১৩

২. Parshley, H.M.(Edit) Simone De Beauvoir's The Second Sex. London : Jonathan Cape, 1956, P. 273

৩. Maitra, Shefali. Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity. New

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 44
Website: https://tirj.org.in, Page No. 381 - 388
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Delhi : Munshiram Manoharlal, 2002, P. 10

8. Kathleen Kelly Janus, 'Finding Common Feminist Ground : The Role of the Next Generation in shaping Feminist Legal Theory', Duke Jornal of Gender Law & Policy, Vol. 20:255, 2013, p. 257

Bibliography:

Kathleen Kelly Janus, 'Finding Common Feminist Ground : The Role of the Next Generation in shaping Feminist Legal Theory', Duke Jornal of Gender Law & Policy, Vol. 20:255, 2013.

Maitra, Shefali. Feminist Thought: Androcentrism, Communication and Objectivity. New Delhi : Munshiram Manoharlal, 2002.

মৈত্র, শেফালী. নৈতিকতা ও নারীবাদ. কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০০৩।

Parshley, H.M.(Edit) Simone De Beauvoir's The Second Sex. London : Jonathan Cape, 1956.

পাল, সন্তোষ কুমার. ফলিত নীতিশাস্ত্র (দ্বিতীয় খন্ড). কলকাতা: লেভান্ত বুকস্, ২০২১।

সেনগুপ্ত, মল্লিকা. স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ. কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৪।